নাজমা ফেরদৌসী

অনুমনে সেই রঙ

অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ

অনুমানে সেই রঙ

অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ
অনুমানে সেই রঙ

www.pathagar.com

তনুমনে সেই রঙ

নাজমা ফেরদৌসী

নোভা পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

ISBN 978-984-33-4109-9

তনুমনে সেই রঙ

না জ মা ফে র দৌ সী

প্র কা শ কা ল	নভেম্বর ২০১১
প্র কা শ ক	ডাঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন নোভা পাবলিকেশন্স বাড়ী নং ৭১/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
প্র চ্ছ দ	আরিফুর রহমান
ডি জা ই ন	কালার ক্রিয়েশন ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (৫ম তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৬৫৮৬
মু দ্র ণ	মাসরো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ ১৫৭, স্বাধীনতা স্মরণী, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৮৯২২১৩, ৯৮৯২২১৪
ব র্ণ বি ন্যা স	সৃজনী ৩/১২ নয়া পল্টন, ঢাকা মোবাইল: ০১৭২০৫৪৫৬৬৬
গ্র ন্থ স্ব ত্ব ও যো গা যো গ	শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির চ-১২০/৩, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১৫০৩৬৪১৫, ০১৭১৪৪৪৯৯৯৯
শু ভে চ্ছা মূ ল্য	১৩০ (একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

Tonu Mone Sei Rong *[That Color In Body & Soul]* A Collection of poems Written by **Nazma Ferdousi** and Published by Dr. Md. Monowar Hossain, Nova Publications Dhanmondi, Dhaka-1205. Published on November 2011. Price : Tk. 130.00 / US $ 5.00

www.pathagar.com

স্মরণ

ঝর্ণাধারার মত মানবধারার
পরিকল্পক
প্রতিপালক,
স্বত্বাধিকারী ও সৃজনকারী
একজনই ।
আর এ ধারার
শ্রেষ্ঠ সন্তানরা হলেন
আল্লাহর মনোনীত নবী
ও রাসূলগণ ।
যারা অপবাদ ও নিন্দাকে
উপেক্ষা করে
নিরলসভাবে মানবজাতিকে
আলোর পথে ডেকেছেন,
ডেকেছেন মনুষ্যত্বের পথে ।

তাই স্মরণ করছি
মানবজাতির স্বত্বাধিকারী
মহান আল্লাহর
পবিত্র দুটো বাণী ঃ

'শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলদের প্রতি'।
'আর সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য'।
[সূরা সাফফাত ঃ ১৮১ ও ১৮২]

www.pathagar.com

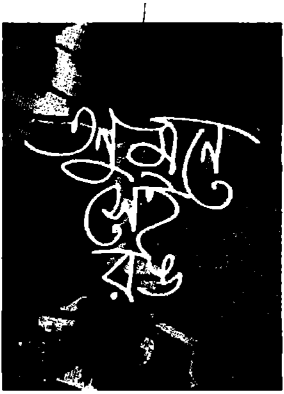

মানবিকতা ছাড়া মানুষ
মানুষ হয় না।
ন্যায়নিষ্ঠা ছাড়া সমৃদ্ধ জাতি হয় না।
তাকওয়া ছাড়া শাসক
সুশাসক হয় না, শোষক হয়।
জনগণ বিশ্বস্ত অকুতোভয় হয় না।
কেবল স্বপ্নে বিভোর একটি রঙিন ভোর এলেই
মানুষের দিন বদলে যায় না।

অনুমানে সেই রঙ

না জ মা ফে র দৌ সী

www.pathagar.com

কবিতা সূচী

বিজয়ের হাতিয়ার	০৯
তাঁর ভালোবাসায়	১১
আত্মদহন	১২
তনুমনে সেই রঙ	১৩
অনন্য	১৪
কলাপাতা আঁকে হাতছানি	১৫
বোহেমিয়ানের বিলম্বিত আক্ষেপ	১৬
অপরিণামদর্শী	১৭
ক্ষয়	১৮
পা রাখো সীমানায়	১৯
অবগুণ্ঠনে নারী	২০
এই চাষবাসে সবুজ জীবন	২১
আপডেটেড	২২
কবিতার শরীর আঁকো	২৩
সভ্যতার নির্মাণ	২৫
নারী বাড়ি শাড়ি গাড়ি	২৭
কখনও কি মনে হয়	২৮
একটি রাতের জন্য	৩০
যদি জেগে উঠতে	৩১
রাসুলের [সা.] ভালোবাসা	৩২
আর সব ক্ষমতার দাপট	৩৩
প্রতিক্রিয়া	৩৫
তাঁকে খুঁজে নাও	৩৬
সমৃদ্ধির সোপান	৩৭
অনন্ত গন্তব্যের পথে	৩৯
অনুভবের অতীত	৪০
স্বাগতম বরষা	৪১
দেখা নেই সাত সাগরের মাঝির	৪২
জীবনের পালাবদল	৪৪
অধিকার	৪৯
প্রতীতির সাথে মিথ্যা প্রপঞ্চের সংঘাত	৫২
নারী স্বাধীনতা	৫৩
অনুবর্তনে ইতিহাস	৫৫
কেউ করো না ভুল	৫৭
এই দেশ এই পরিবেশ	৫৯
মুখদর্শন অন্তরদর্শন	৬১
লক্ষ্যবিদ্ধ কর সাহসের ফলায়	৬২
সমুদয় অহংকার	৬৩

www.pathagar.com

বিজয়ের হাতিয়ার

জনপদে বসত গেড়েছে শ্বাপদ
তাদের দাপটে দেখো নিরীহ মানুষ
শঙ্কাকুল বুকে নিঃস্বপ্ন পড়ে আছে অনিরাপদ।
আজ যদি তুমি এ বন্য কোলাহলেও
সুন্দর জীবনের কথা লিখো
এই ঘুমের অচিনপুরে
শব্দের মালা গেঁথে জাগিয়ে তুলতে পারো
মানবিকতায়,
তবে আজ তোমাকেই প্রয়োজন।

আঁধারের জনপদে পারো যদি
আলো ফোটাতে
যদি বিবেক প্রতিবন্ধী এ অপসভ্যতায়
ছড়াতে পারো জ্ঞানের দ্যুতি
তোমার কথায় তোমার লেখায়
যদি কেউ মিথ্যা বেসাতির টানে যতি
তবে উপকার সবার- তোমার আমার
নেই কারও তাতে কোনো ক্ষতি।

বরং চিন্তার মোড় ঘুরাতে আজ
কাউকে না কাউকে তো
সময়ের পাণ্ডুলিপি হাতে দাঁড়াতেই হবে।
সত্যের পাণ্ডুলিপি হাতে কথা বলতেই হবে।

আজ কতো মানুষের রাত কাটে ঘুমহীন ঘোরে
লৌহকপাট এ শ্বাপদ সংসারে
বুকে ঢিপ ঢিপ ভয়
স্বপ্নহীন রাত কাটে ভোর হয়
নৈরাশ্যের দোলাচলে
দিন শুরু হয়।

এইসব কষ্টের শিলালিপি লিখে রাখে কে
তোমার কলম হাতড়ে নাও কবি
আটপৌরে ব্যস্ততা তোমায়
সংসারী করে তুললেও
তোমাকে আঁকতেই হবে সুন্দর জীবনের ছবি।

www.pathagar.com

মানবতা ঘিরে এক অযাচিত যুদ্ধ চাপানো আজ;
তুমি কলমযোদ্ধা শিল্পকার
মননশীল জীবনের জয়ে
মানবতার কল্যাণে অবদান রাখাই তোমার কাজ।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও যাদের
হৃদয়- গ্রীবায় শৃঙ্খল পরাধীনতার
স্বপ্ন জাগানিয়া কথার মালা গাঁথি আজ
তাদের স্বপ্ন দেখাও স্বাধীনতার।
এই সংগ্রামে এই জিহাদে এই যুদ্ধে
সত্য লিখনিয়া কলমই তোমার বিজয়ের হাতিয়ার।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ১৩ জুলাই, ২০১১

www.pathagar.com

তাঁর ভালোবাসায়

এই শ্বেত কপোতকে মেরো না
আমি ওকে পোষ মানাবো
আগাছা গজিয়ে উঠতে দিও না
আমি সোনালি ফসল বুনবো
ঝরা বকুল শিউলিগুলো মাড়িয়ো না
আমি মালা গাঁথবো
পাখিটা খাঁচায় পুরো না
আমি মুক্তকণ্ঠের গান শুনবো
আমাকে আকাশ দেখতে দাও
আমি উদার হতে শিখবো
হিংস্র শ্বাপদ মেরে ফেলো
আমি সাগরের কাছে যাবো
পুবের জানালাটা খুলে দাও
আমি সূর্যোদয় দেখবো
আর
সকল পাপের আয়োজন মুছে ধুয়ে
মিলেমিশে এক নির্মল ধরণী গড়ি এসো
এই বসুন্ধরা যাঁর রঙের ছোঁয়ায়
এতো রঙীন হলো কতো প্রাঞ্জলতায়
এস ছুটে ভালো কাজে রই এগিয়ে
বাধার পাহাড় দলি তাঁর মমতায়
তাঁর ভালোবাসায়।

নলজানী, গাজীপুর। জানুয়ারি ' ৯১

www.pathagar.com

আত্মদহন

সরু এ পথ ধরে
অনেক দূর এসেছি
অতিচেনা মাঠ-ঘাট দিগন্তের বৃক্ষ-তরুলতা
পিছু ফিরবার কোন পথ নেই টান্ নেই
ব্যগ্রতা শুধু আরও আরও দূর চলার,
বহু দূর ... জানি না কতোদূর
শুধু পথের অনন্তে
একাকার হতে হবে এতটুকু জানি ।

এই এ পথের সবটুকু চেনা
এই বাঁক, হিজলের রঙ, ধানের ক্ষেত,
পায়রার ওড়াউড়ি, নদীর মমতা
সব সব চেনা ।

দিগন্তে সমর্পিত এ পথের সব
হাহাকার- হাসি-গান- সম্প্রীতি
সমাপ্তির মুখোমুখি
চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া;
ওপারে যে পথের শুরু
আমি কি তা জানি?
আমার হৃদয় কি প্রত্যক্ষ করে,
অবলোকন করে,
সেই অনন্তের রূপ রঙ শব্দ গন্ধ
স্পর্শানুভব করে?

মগবাজার, ঢাকা । মার্চ '৯৫

www.pathagar.com

তনুমনে সেই রঙ

আদিগন্ত ধানক্ষেতে সোনারঙ ঢেউ
বাংলার বুক ছাড়া দেখেছে কি কেউ
এ দেশ তো ঢাকা গাঢ় সবুজের চাদরে
মায়া মমতায় ঘেরা বন-বনানীর আদরে ।

এই দেশে নির্ঝরে পদ্মা মেঘনা যমুনা
বঙ্গোপসাগরে মিলছে আরও কত মোহনা
তামাম নদীর পানি এদেশের শোভা
ইলিশের ঝাঁক ভাসে স্বাদ মনোলোভা ।

শাপলার কত রঙ খালে আর বিলে
এই দেশে বসবাস কত মন মিলে
দোয়েলের কণ্ঠে দিলো কে এই গান
পাখিদের কলতানে ভরে মন-প্রাণ ।

ফুলের পাপড়ি জুড়ে কত শত রঙ মাখা
ফলের শাঁসের মাঝে অতুল সুস্বাদ রাখা
এই রঙ এই স্বাদ কোথা আছে আর
এই দেশ এই রঙ ঠিকানা আমার ।

অঘ্রাণে নীলাকাশ বরষায় কালো
স্বাধীনতা এ দেশের জীবনের আলো
চায় যারা স্বকীয়তা সুখ খাঁটি খাঁটি
বিকোয় না এ দেশের একচুল মাটি ।

এত রঙ এত সুর এত অনুভব
এই দেশে যে দিলেন এত বৈভব
সারাবেলা তনুমনে সেই রঙ মাখি
তাঁকে ঘিরে থাকি, বুকে দেশপ্রেম রাখি ।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর । ০৫ জুলাই, ২০১১

www.pathagar.com

অনন্য

নিঝুম রাত্রিতে
যখন ঘুম মাখা পৃথিবীর ধূসরিত পিঠ সুনসান নীরব
শেয়ালের আর্তনাদ ভেসে আসে বহুদূর হতে
আর নিশাচর পাখি গান গায়
আকাশের চাঁদোয়া সরব
মিটমিটে লাল নীল তারাদের আনাগোনা
কত যে তারা তা তো যায় না গোনা
আহা কত মায়া দখিনা বাতাস
এক পশলা কামিনীর সুবাস
ঝিরিঝিরি নারকেল পাতার ফাঁক
শুক্লা দ্বাদশী চাঁদ
রূপালি আলোয় ভেঙ্গে গেল
পৃথিবীর সব লুকানো মুক্তার উপচানো রূপের বাঁধ।

ঠিক এসময়
রবের কাছে প্রার্থনাক্লান্ত দুটি হাত
রাতের আরাম ভুলে
ঈমানের পথচলে
অনন্ত অনিবার
তাঁর ভালোবাসাতে জাগ্রত মনন
প্লাবিত যে দুটি চোখ
বিশ্বাসের তেজি ঘোড়া দুরন্ত দুর্বার
যে মন সেই সোনালি সূতায় বাঁধা
সত্যিই অনন্য, বিরল অতি।

নলজানী, গাজীপুর। ০৩ জুলাই, ১৯৯১

www.pathagar.com

কলাপাতা আঁকে হাতছানি

সময়ের টানাপোড়েনে উদাসীনতায়
সুকুমার বোধগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে
জীবনেও আসতে পারে নিঃসীম অমাবশ্যা।
অমাবশ্যায় চাঁদ হাসে না
পাখি গান গায় না
ফোটা ফুল হাসলো কি দেখা মেলে না।
পথভুলো নাবিকের জীবনের মতো
দুর্গম পথযাত্রায় সুখ আসে না
মন হাসে না।

ক্ষয় থেকে যদি চেতনাকে
আগলাতে চাও,
অনন্ত সুখের উৎস খুঁজে পেয়ে
চিরসুখী হতে চাও
চাও অফুরন্ত বসন্তবেলার রঙ,
বর্ষার কাঙ্খিত প্রথম ধারাপাতের মুগ্ধতা,
মোহনায় নদীর উচ্ছ্বাস,
আকাশের মতো ভালোবাসা নীল,
সাগরের বিশালতা হৃদয়উঠোনে,
মানুষে মানুষে আঁধারের হিংসে-দ্বেষ-অহম
ঝেড়েমুছে দিয়ে এক নবীন সূর্যের
রঙ মেখে দিন শুরু হোক চাও
কলাপাতা ঐ দেখ আঁকে হাতছানি
পায়রার রোদগলা ডাকে
শোন ডানা ঝাপটানি
তনুমনে সেই রঙ মেখে নাও
আকাশের উঁচু হতে অবতরণের উৎস ছাড়া
শান্তির আশ্বাস নেই যে আর কোথাও।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ৩০ জুন, ২০১১

www.pathagar.com

বোহেমিয়ানের বিলম্বিত আক্ষেপ

'বোহেমিয়ান জীবন' আর
'আর্ট ফর আর্টস সেক'
বলে আত্মতৃপ্তিতে বিভোর হও আর
বেলাভূমে শামুক কুড়াও
ঝিনুক কুড়াও
কুড়াও কড়ি কুড়াও নুড়ি
বেলাশেষে আলো নিভে গেলে
স্রেফ যাও চলি
বালির খেলাঘর ফেলি;
বোহেমিয়ান বলে চিৎকার কর
আর সঙ্গে নেয়ার পাথেয়
পড়ে থাকে অনাদরে
অবহেলায়
কেবল ব্যস্ত থাকো
শখের খেলায়।

অথচ যাযাবর জীবন
কেবলই সংগ্রাম
টিকে থাকার।
বেঁচে থাকার।
অধিকার দেয়ার।
তল্পিতল্পা নিয়ে তৈরি থাকার।

এ কী ভয়াবহ বৈপরীত্য!
বোহেমিয়ান বলে কাঁদো,
আর কল্পিত রাধিকার অনুবর্তনে
প্রেমখেলা ফাঁদো
কাব্য লিখো,
সুরের মাতম তোলো একতারাতে,
কষ্ট আঁকো তৈলচিত্রে,
আর পানপাত্রে
আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে থাকো!
মৃত্যুদূত এলে কি বলবে,
'হায় হায়! দাঁড়াও!
পাঠশালা খুলে দাও,
স্কুলব্যাগে বিদ্যার পাথেয় আর
সৎকর্মের পাণ্ডুলিপি ভরে তারপর যাব'??

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

অপরিণামদর্শী

মানুষকে সৃজন করেছেন যিনি
মানুষের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থলও তিনিই
তাহলে কী করে আমি
তাঁকে ব্যস্ততার অজুহাতে থাকি ভুলে
আর
হয়রান হয়ে অন্যের আনুকূল্য খুঁজি?

তিনি তো আমার অকুতোভয় আশ্রয়।
তাঁর মতো নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও
দুর্বলতর অনিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে
এক ছায়াসুনিবিড় শান্তি উপত্যকা ফেলে
ঘনঘোর আঁধিয়ার গিরিপথ মাড়াবার মতো
অপরিণামদর্শী কী করে হই?

তিনি ছাড়া আর কারও সমর্পনে
আস্থা যদি কেউ রাখে
সুস্পষ্ট বিভ্রান্ত,
মিথ্যাপ্রপঞ্চে প্রতারিত,
মরিচীকার মায়ায় পতিত এক
অগ্নিনগরের চিরস্থায়ী অধিবাসী ভিন্ন
আর কী পরিচয় তার থাকে?

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

ক্ষয়

ক্ষয়ে যায় চাঁদ,
তারকারা জ্বলে নিভে
অস্তাচলে অন্তরালে
ক্লান্ত নিশি ক্ষয়ে হয় ভোর।
পাহাড় ও পাথর ক্ষয়ে যায়
নরম ঝরনার ক্রন্দনধারায়
নদী হয়, সাগর হয়
পাললিক সভ্যতা ছুঁয়ে
বাসা বাঁধে পাখি ও মানুষ।
সময় শুধুই হেঁটে যায় তার কক্ষপথে
আবর্তিত ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে না নদী,
চাঁদ এবং নক্ষত্র সমুদয়।
একমুঠো মাটি হতে উত্থিত মানব সম্প্রদায়
পায়ের চিহ্ন পিছু ফেলে রেখে যায়,
ক্ষয়ে যায় পাদুকা এবং বসার আসন,
নোলক, শরীর, গহনা এবং বসন,
কমে যায় চোখের জ্যোতি,
কণ্ঠের সুর বদলে যায়
চুল সফেদ হয়,
নিভে যায় তার মিশকালো দ্যুতি
শুধু ক্ষয় আর ক্ষয়
ক্ষয়ের অভিধানে কোন যতি চিহ্ন নেই।
সময়, বয়স, বল, স্মৃতি সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে
আবার মৃত্তিকার ভেতরে বসবাস....
পুনরায় এক পরিণত মানবশরীর
তার পর....
আর কোন ক্ষয় নেই,
অনন্ত জীবন।

কুমিল্লা। ১০ মার্চ, ২০০২

www.pathagar.com

পা রাখো সীমানায়

জীবন নাটকের মতো হয়েও
নাটক নয়
অভিনয় নয়
নয় কোন গীতি আলেখ্য।
নাটকের সূচনা আছে,
আছে জীবনেরও।
নাটকের যবনিকা আছে,
আছে জীবনেরও।
এরপরও
জীবন 'নাটক' নয়।
নাটকের সবকিছু কেবলি অভিনয়
জীবনের সবকিছু কেবল আসল হয়
নাটকের শেষ দৃশ্যে নাটকের সমাপন
জীবনের শেষ দৃশ্যের পর নতুন জীবন
অনন্তের সূচনা হয় যে জীবন অনিশেষ
আর এই জড় জীবনেই
নাটকের সীমানা শেষ।
জড়বাদী তুমি জীবনকে 'নাটক' বলে চালিয়ে
পালিয়ে কোথায় যাবে?
আসল ঠিকানাকে অবজ্ঞায় ঠেলে
তোমার পরিচয় মুছে দিয়ে
সত্যকে ঢেকে দিতে পারবে কি করে তুমি?
এ অহং তোমায় পরাজয় ছাড়া
কী দেবে উপহার?

বুদ্ধিতে চৌকস তুমি
অভিনয়ের মরীচিকায় প্রতারিত যদি না হও আবার
তবে ফিরে এসো আজ সত্যের নীড়ে
না-হলে জীবনের শেষ দৃশ্যের পরে
অনুশোচনার অনলে দগ্ধ অন্তরাত্মার জন্যে
কেউ স্বস্তির সুখবর জানাবে না।
তাই ফিরে এস বন্ধু,
পা রাখো সত্যের সীমানায়।

মগবাজার, ঢাকা। ১৫ মার্চ ১৯৮৯

www.pathagar.com

অবগুণ্ঠনে নারী

নারী যদি ফুল হয় অবগুণ্ঠন হলো পাপড়ি।
নারী কেনো অবগুণ্ঠন খুলে
লুব্ধ করো পতঙ্গকুলে,
তুমি কী জানো না
সব পতঙ্গ মৌমাছি নয়,
নয় প্রজাপতি
এমনও মানুষ আছে যার অপলক দৃষ্টিতে
তোমার হয়ে যাবে বড় ক্ষতি।
তারা এমনই পতঙ্গ
তোমায় অক্ষত রাখবে না
তোমার কোরক খুবলে আর
ফুল হয়ে ফুটতে দেবে না
সকল স্বপ্ন আশা তোমার করবেই ভঙ্গ।

'ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে'
এখন কি কেউ বলে না?
উড়নি ঢেকে পথচলায়
নেই কেউ যে সাহস যোগায় ?

নারী তুমি ফিরে এস সুন্দর হতে,
তোমার সুরক্ষা কেবল চাদরের পাপড়িতে।
তুলে নিতে হিজাবের ঢাল,
দেরি তব আর কতোকাল?
জীবনের যুদ্ধে বিজয়ী হতে,
অনন্ত তারুণ্যের সুখে সুখী হতে,
তোমার মেধায় আর গুণে দক্ষ হতে
নিজের স্বকীয় সত্তাকে হিজাবে আগলাও,
না হলে
তোমার অস্তিত্ব ঘূর্ণির খড়কুটো হবে,
তোমার স্বপ্ন স্বাধীনতা হবে খান খান,
ছিনতাই হবে তোমার সম্মান।

হিজাবের অবগুণ্ঠনেই কেবল তুমি
হে স্বপ্নের রাণী
কোমল পেলব অমলিন রবে।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ৭মে ২০১১

www.pathagar.com

এই চাষবাসে সবুজ জীবন

তোমার নদীতে বিশ্বাসের গভীরতা নেই বলে
অহরহ জেগে ওঠে হতাশার চর
তোমার আকাশে ভালোবাসার নীল রঙ নেই বলে
অহর্নিশ জমে থাকে বেদনার মেঘ,
ক্ষিপ্রহস্তে নোঙর তুলে নাও যেন
এ তরী নির্ভয়ে সৈকত পানে ছুটে যায়
তোমার হৃদপিন্ডে আস্থা আর
ঈমানের বীজ বুনো,
এই চাষবাসে
প্রতারিত হয়নি কেউ কখনও ।

আধমরা চারাগাছে জল সিঞ্চন করে দেখ
হয়ত সে ফিরে পাবে
সবুজ জীবন,
হৃদপিন্ডের রক্তবাহী ধমনীতে ব্লক হলে
এনজিওগ্রাম
বাইপাস সার্জারি অথবা রিং পরানো
এ আশায় যে আবার শুরু হবে
রক্তের স্বাভাবিক জীবন ।

আবিলতায় ঘূর্ণাবর্তে ঈমান তোমার
হতে পারে বিক্ষত মৃতপ্রায়
নাজাতের দোর খোলে বিশুদ্ধ তাওবা
নতুন সম্ভাবনার ফুল ফোটায় ।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর । ০৫ জুলাই, ২০১১

www.pathagar.com

আপডেটেড

রান্না জানো? সেলাই জানো?
পড়তে জানো?
আবৃত্তি করতে জানো?
লিখতে জানো চিঠি?
সে-দিন আর নেই;
কনে বাছাই করতে
মেধা যাচাই করতে
ঘর-সংসার সাজাতে
বিজনেস বাড়াতে
পছন্দের চাকরী পেতে
ভালো এসিআর পেতে
অপারেট করতে জানো কম্প্যুটার?
এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল, এক্সেস?
মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট?
ব্রাউজ করতে জানো ইন্টারনেট?
তামাদি হতে চলছে এখন এ-ও।

ক্যামন কথা- ফেসবুকে এ্যাকাউন্ট খোলোনি?
–'ব্যাকডেটেড'।

এই গুণ সেই গুণ–
শেখার বিষয় বাড়ছে নিরন্তর,
যুগের দাবী, না জানাতে যে কেউ হবে
যুগের নিরক্ষর।

মানুষ হবার জন্যে এসব
তেমন বিশাল কিছু নয়
সত্যে টিকে থাকতে হলে
আলোর পথে ডাকতে হয়।
দ্বীনকে জয়ী রাখতে হলে
থাকতে হবে গুণ আর
যুধ্যমানের জন্যে লাগে
আপডেটেড যুগের হাতিয়ার।

এসপিসিবিএল,গাজীপুর। ১৬ আগষ্ট ২০১১

www.pathagar.com

কবিতার শরীর আঁকো

নৈমিত্তিক কাজগুলো
রীতিমতোই সারা হয়ে যায়
সকাল-দুপুর-বিকেল
কাটে অলক্ষ্যে
অগোচরে সন্ধ্যাতারা হেসে ওঠে।
নবজাতকের শরীর বাড়ে
শৈশবের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কৈশোরে ছুটোছুটি
বাড়ে মেধা ও মনন,
ঘরকন্যার কাজে অখন্ড মনোযোগে
নিপুণ বধূয়ার আত্মনিবেদন
সূচিকর্মের গোলাপে গাঁথা হয়ে যায়
নকশী কাঁথায়
পরতে পরতে
কথকতা জীবনের।
আর বাদবাকি
সব কিছু ঠিকঠাক চলে।

আটপৌরে ব্যস্ততার অজুহাতে
কেবল বাকি রয়ে যায়
কবিতায় শুচিশুভ্র জীবনের শরীর আঁকা
গল্পের অবয়বে সভ্যতার স্থাপত্য নির্মাণ
কাগজের বুকজুড়ে সাহসী কলমের পদচারণায়
জীবনের ইতিবৃত্ত লেখা
অথবা লেলিহান আগুনের পথে চলা থেকে
হাত ধরে ফেরাবার,
অনুপ্রেরণার শব্দাবলী আঁকা।

অথচ ওদিকে
অনাচারী অজাচারী
পতিত পল্লীতে নিয়মিত ধূলিদেয়া
শিল্পসেবী নামী-দামী জীবেরা
কবিতায় নগ্নতা আঁকে
গল্পে বিকৃত জীবনের ভাষ্কর্য গড়ে।
নৃত্যে, গীতে, নাট্যে আর সৌকর্যের প্রদর্শনে
এগিয়ে থাকার কোন মাত্রা নেই,

www.pathagar.com

সংকোচ নেই, লাজ-লজ্জা অবশিষ্ট নেই আর,
যে যত খোলামেলা হও ততই সুপার (?)
রূপের পসরা তার পাবে ততই বাজার
দেহজ সৌন্দর্যের প্রতি অন্যকে লুব্ধ করার
এ কেমন আয়োজন
এ কি কোনো মানবিক আয় রোজগার (?)
কোথা থেকে পেল এই প্ররোচনা
এই অনাচারিতার বিপরীতে
কি যায় লিখা কি যায় বলা ভাবো না!

এই বিশ্বাসী ভূমে
অগণিত মাটির মানুষেরা আজও রাত জাগে
আকাশের প্রভুর সাথে হৃদয়ের কথা বলে,
তাদের কেউ কি আছে
আবর্তিত সময়ের একখন্ড লুফে নিয়ে
আবরিত আঁচলের অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের
নিরাপত্তার কথা এঁকে
চিরায়ত শান্তির দিকে
হাতছানি দিয়ে ডাকার?
সেই শতায়ু পান্ডুলিপি তৈরির কাজ তবে
আজই হোক শুরু।

এসপিসিবিএল গাজীপুর জুন ২০১১

www.pathagar.com

সভ্যতার নির্মাণ

পর্বতের কাঠিন্য উৎরে
ছলাৎ ছল ফল্গুধারায় ঝরনার জন্ম।
পাথরের নিরেট বুক ফেটে উচ্ছল প্রবাহ
চড়াই আর উৎরাই মাড়িয়ে
গহন বনের বৃক্ষদের প্রতি
স্নেহসিক্ত বাতাসের শিহরিত ছোঁয়ায়
ধূসর মাটিতে পললের ভাঁজ কেটে কেটে
সবুজ ফসলের সম্ভাবনা এঁকে
এক অনাবিল কাঙ্খিত সুখের
বসতি নির্মাণ-প্রত্যাশায় ছুটে আসে নদী।

নাগরিক সভ্যতার তৃষিত বুকে
ছলকে ওঠা পানির ধারা
সাগরের মুখোমুখি হলে
নদী আর সাগর দুটো ভিন্ন সত্তার সমীকরণে
মোহনার আশ্রয়ে মিলেমিশে এক হয় ;
এখানে গাণিতিক নিয়মের ব্যতিক্রান্ত
প্রকৃতির অংক শুরু।
এভাবেই সাগরের প্রার্থিত প্রবাহের দেখা আর
নদীর কাঙ্খিত সাগরের সন্ধান মিলেছে বলেই
মানচিত্রে অগুনতি সভ্যতার নির্মাণ সুসম্পন্ন হয়।

সুমিষ্ট ফল্গুধারার নদীতে পরিণতি লাভ আর
সমুদ্রে একীভূত হতে,
সুপেয় পানির পেলবতা লোনাসাগরে মিলিয়ে দিতে
কত যে বৃষ্টির কান্না ঝরে
বাত্যাতাড়িত জলতরঙ্গের কলধ্বনি আর
বৈরী বাতাস হাহাকার করে ফিরে
বাষ্পীভবনে পানির কণিকা কতবার মন্থিত হয়
সে অংক সে হিসাব কেউ কি জানে?

কাঙ্খিত সভ্যতার নির্মাতা হতে
মানবতার স্বর্ণ সুদিন আনতে নদীর মতো

www.pathagar.com

খরস্রোতা হয় কি মানব-মানবীও?
ঝরনার মতো ঝরঝর কান্না ভালোবাসা
কিবা সাগরের উদ্দাম ঢেউসম সাহসিকতায়
সেই সাথে স্রষ্টার নেপথ্য দান যোগ হয়
আর গড়ে ওঠে গ্রাম-গঞ্জ,
নগর-মহানগর
কাল হতে মহাকালে ।

কক্সবাজার, ২০ আগষ্ট ১৯৯২

www.pathagar.com

নারী বাড়ি শাড়ি গাড়ি

যার টাকা আছে তার গাড়ি আছে
যার টাকা আছে তার বাড়ি আছে
যার টাকা আছে তার দামি দামি শাড়ি আছে
যার টাকা আছে তার বাড়ি প্রতিদিন
বিরিয়ানি হাড়ি আছে
ঢের লোকজন আছে;

মদ জুয়া সুদ ঘুষ যুলুম আর ব্যভিচার
পরকীয়া খুন আর যত আছে অনাচার
দৌলতের জৌলুসে সব কিছু বনে যায় সাংস্কৃতিক আচার
শুধু অমূল্য থেকে যায় শান্তির পরিবার।

যার জ্ঞান আছে
আছে কৌশলে সততার সাথে বসবাস
নেই অহেতুক না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস
প্রয়োজন মিটানোর উপায় আছে
সুখ তার ধরা আছে
আর শান্তির ফিরিশতারা দিন-রাত ঘিরে আছে।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ফেব্রুয়ারি, ২০১১

www.pathagar.com

কখনও কি মনে হয়

ধোঁয়াটে চায়ের টেবিলে জমে ওঠা
আয়েশী আড্ডায়
কখনও কি মনে হয় নিরর্থক প্রলাপ?

টিপটপ সাজানো ড্রইংরুম
সোফার কুশন সূচিকর্ম খচিত নিপুণ
সযতন ব্রাশ করা রক্তলাল কার্পেট
আবক্ষ নারীমূর্তি সুরক্ষিত শোকেসে
লেনিনের প্রতিকৃতি
মোনালিসার বাঁধানো পোট্রেট

ঝলমলে ডাইনিং
ফ্রিজ ভরা সুইটস ফাস্টফুড ফ্রুটস
এক দুটি হুইস্কির বোতল
পরিপাটি বেডরুম নরম ডিভান
আলমিরা ওয়ারড্রোব ভরতি গহনা পোশাক সবই
দেয়ালে সাজানো ফ্রেমে একান্ত যুগল ছবি

ব্যালকনির আয়েশী রকিং চেয়ার
ঢুলুঢুলু আরাম
থরে থরে সাজানো টবে বিচিত্র অর্কিড
লিভিং-এ সারাক্ষণ
মনোলোভা চলচ্চিত্র শতাধিক চ্যানেল
বিনোদ ভ্রমণে বেরোবার প্রাক্কালে
সদ্যকেনা ভক্সির অস্থির হর্ণ
সবমিলে দিনকাল কাটছে কেমন?
জীবনের দাম পড়ে গেলে
সূচক শূন্যের কোঠায়,
সে কথা কখনও কি মনে হয়?

এক কণা ভাবনা মনে কি ওঠায় না ঝড়-
বেহিসাবী সময় একদিন প্রতিবাদে ফেটে
হবে বিভীষিকা বজ্রের কড়কড়?
সময়ের চাকায় পিষ্ট হয়ে সব আয়োজন
ফুরাবে বিত্ত বৈভব যত বন্ধু-স্বজন

www.pathagar.com

গুমরে কাঁদবে সময়ের যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক
মিটে যাবে সুখ, শখ আর সব প্রয়োজন
কীভাবে করবে তখন বরণ
সময়ের সাহসী উচ্চারণ,
জীবনের শেষ পরিণতি কী হবে তোমার
সেই কথা ভেবে মনে জাগে না কি আলোড়ন?

নলজানী, গাজীপুর। জুন, ১৯৮৯

www.pathagar.com

একটি রাতের জন্য

একটিই মাত্র রাত ।
এক অনন্য সৌভাগ্যের বৃষ্টি ঝরায়
সূর্যাস্তের প্রান্তরেখা ছুঁয়ে যার সূচনা এ ধরায় ।
সুবেহ্ সাদিক তক ঝাঁকে ঝাঁকে
শান্তির শিশির ঝরে ঝরে যেন পবিত্র হয় এ পৃথিবী
হাজার রাতের চেয়ে ভালো সে রাত ।
মুমিনহৃদয় খুঁজে ফিরে সেই একটিমাত্র রাত্রিকে
ক্লান্ত শ্রান্ত কান্নায় ঝরনায়
খুঁজে ফিরে সেই রাতটিকে
একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ
পাঁচ বিজোড়ে আছেই সে রাত, নিশ্চিত ।

রামাদানে খুঁজে ফিরে মুমিন
সেই সৌভাগ্যের রজনীকে
ক্ষমা ও সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশায়
বিনত বিগলিত কান্নারা
ঝরতেই থাকে...সুবেহ্ সাদিক তক্ ।
রুহ ও ফিরিশতাদের ঝাঁক
আসমানী পয়গাম নিয়ে আসেন
পৃথিবীর দিগন্ত জুড়ে ।

শান্তি পিয়াসী মানবতার এ অশান্ত সময়ে
রব্বুল আ'লামীন যেন এ জাতির
ফায়সালা লিপিতে লিখে দেন
কেবলই শান্তি আর শান্তি;
সৌভাগ্যের চাবিকাঠি সৌভাগ্যের রাতে
মানবজাতির তরে তাঁর অফুরান ভালোবাসা
আঁধারের অমানিশায় আলোকের দিশা ।

নাজাতের প্রতি বিজোড় রাতে
কান্নাভেজা আরজিতে
একটি রাতের চাওয়া
হাজার রাতের চেয়ে ঢের বেশি পাওয়া
পৃথিবীর এই জীবন শেষে
জান্নাতে ফিরে যাওয়া ।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর । অক্টোবর, ২০০৪

www.pathagar.com

যদি জেগে উঠতে

ইথারে ইথারে তরঙ্গায়িত
ওহীর আহবানে,
আলোকের পথে হাতছানি দেখে
অবতীর্ণ আদর্শের দোলায় দুলছে দেখো
অজস্র মেধা ও মনন,
তড়িৎ আবেশ তৈরি হয়ে যায় অচিরে অগোচরে
অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে
এমনই শপথ যে তারা দৃঢ়পদ থাকবে আমরণ
কেউ না ভুলতে পারে রবের স্মরণ ।

ভালোবাসার এই বাঁধনে ছন্দোবদ্ধ অযুত প্রাণ আর
আন্দোলিত হতে থাকে হৃদপিন্ডের
কোটি কোটি অলিন্দ নিলয় ।
শুদ্ধতার ঋণে মস্তিষ্কের কোষগুলো উদ্দীপিত
বিনত অবনত তনুমনে-মননে-অনুভবে
জীবনের দাম জীবন ছাড়া আর কিছু কি আছে?
এ জীবন কার দান তা'কি মনে আছে?

মনে যদি ভালোবাসা থাকে তবে
অমর এবং সুখী জীবনের
আশ্বাস সুনিশ্চিত জেনেও
নির্লিপ্ত উদাসী যারা
তাদের মতো কেন ভুলে যাও?
ফেরারি না হয়ে সাড়া দাও
বিজলীর চমকে একটিবার জাগো;
বর্বরতার বালুকাবেলায়
এক অনন্য মরু দুলালের ভরাট আওয়াজে
অকুতোভয় মানবতা যেভাবে জেগে উঠেছিল,
শত সহস্র প্রাণে যেভাবে স্পন্দন তুলেছিল
এক পঙ্কিল বৈরী বাতাসের মৌসুম ছিন্ন করে
অনাবিল শান্তি সুকৃতি আর সমৃদ্ধির
গোলাভরা সুখ উপচে উঠেছিল;
তোমার নিকানো উঠোন গৃহকোণ আর
সবুজ মানচিত্রের দেশশুদ্ধ সকল মানুষ
সুখ আর সৌভাগ্যে ঝলকে উঠতো তেমনি,
যদি একটিবার জেগে উঠতে ।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর । মে, ২০০১

www.pathagar.com

রাসুলের [সা.] ভালোবাসা

আমাদের প্রেরণার দিগন্ত জুড়ে
কেবলই তাঁর পদচারণা,
আমরা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ [সা.] কে
ভালোবাসি এবং বিশ্বাস করি
আমরা সত্যকে বুকে নিয়ে বাঁচি,
আমরা সত্যকে বুকে নিয়ে মরি
আর রাসুলের [সা.] ভালোবাসার জীবন গড়ি,
কোন দাপুটের আস্ফালনে
মোটেও না ডরি।

আমরা রাসুলের [সা.] ভালোবাসায়
হৃদয়ভূমি কর্ষণ করি
পানি সিঞ্চন করি
সুরভিত গোলাপের আবাদ করি
তিনি যেমন মানুষের জন্য ছিলেন,
সেই তাঁর মানবিকতার আকাশছোঁয়া সৌধ পাশে
যেন দাঁড়াবার ঠাঁই পেতে পারি।

রাসুলের [সা.] আদর্শের সুবাস ছড়াতে
পৃথিবীর সব জঞ্জাল মুছে দিতে
নয়নে স্বপ্ন যাদের
হিংসার বীজ বপনে নিত্যগল্প কল্প-অপবাদ
নাটকের ধূম্রজাল সব ছিন্ন হতেই হবে
অতুলনীয় চারিত্রিক সৌন্দর্যের প্রতীক রাসুল [সা.]
যাকে বিব্রত করাই অমানবিক অপরাধ
তাকেও অপবাদ, নিন্দার আগল ভেঙ্গেই
শান্তির সমীরণ ছড়াতে হয়েছে।

একদিন সত্য ঝলকে ওঠার সময় আসবে
ফায়সালালিপি তো তৈরি হয়েই আছে
অপবাদকের পিঠ জমিনে ঠেকে গেলে পরে
দূর হবে সব মিথ্যার মরিচীকা
বিদূরিত হবে সব নিন্দার আবহ;
মিথ্যার বোঝা হবে দুর্বহ।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। মার্চ ২০১১

www.pathagar.com

আর সব ক্ষমতার দাপট

একজন নিরক্ষর মানুষ
কী করে এত কিছু জানেন
শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পরকাল
এ এক বিরাট বিস্ময়।

একজন কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ
ব্যবসায়ে হাত দিতেই
তিল তিল শ্রমে ঘামে
লাভের চূড়ান্ত চূড়া ছুঁয়ে দিয়ে
পাকা আমানতদার হয়ে উঠেছে
এমন কেউ কী শুনেছে আগে?

একজন সাদাসিধে মানুষ
মিথ্যার দাপুটে জনপদে
কবির অশালীন কাব্যকথাকে তুচ্ছ করে
নিশ্চিন্ত মনে মাথা তুলে হাঁটেন আর বলেন,
"কবির কবিতায় সবচেয়ে সুন্দর ও সত্যছন্দটি হবে,
আল্লাহ মহান! কেবল আল্লাহ মহান !!
এছাড়া আর সব ক্ষমতার দাপট মিছে।"
কীভাবে একজন অ-কবি মানুষ
কাল-কালান্তরে জ্ঞানময়তা ছড়িয়ে
বেড়াতে পারেন!

নিজেদের সেরা সম্ভ্রান্ত মানুষটিকে
সবচেয়ে উপকারী বন্ধুটিকে
বিশ্বস্ত সত্যভাষী প্রতিবেশীকে
ঘরছাড়া করে দেশছাড়া করে
কী খ্যাতিলাভ করেছে ঐ লোকেরা !

যৌতুক, ইভটিজিং আর কুনজর
সামলাতে যে মূর্খ যে পাষন্ডদল
নিজহাতে প্রোথিত করেছে শিশুকন্যাকে,
ঘুরে দাঁড়িয়ে গেছে সে পঙ্কিলসমাজ
এ কোন আলোক বন্যাতে?

www.pathagar.com

একজন নিরক্ষর মানুষ
একজন সাদাসিধে মানুষ
একজন সৎ ব্যবসায়ী মানুষ
কীভাবে সফল রাষ্ট্রপ্রধান হলেন,
কীভাবে ত্যাগের পর ত্যাগ, ভালোবাসা
আর অসমসাহসী মাত্রিকতায় ...
কেবল ওহীর আলোর পথে
একটি জাতি জেগে ওঠে,
খ্যাতনামা হয়ে ওঠে,
ধনে-ধান্যে ভরে ওঠে
কীভাবে মানবতার বিজয় আসে,
নারী-পুরুষ-শিশু-প্রবীণের মিলিত মোহনায়
কীভাবে শান্তি, সুখ আর সমৃদ্ধি সপ্তাকাশ ছাড়ায়
কৃতজ্ঞতার শিশিরে ভিজে উত্থিত উম্মাহর মন-প্রাণ
কালজয়ী নবীজির [সা.] ক্যানভাসে।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১

www.pathagar.com

প্র তি ক্রি য়া

বহতা নদীর স্রোতের প্রচন্ডতায়
বালিয়াড়ি ভেঙ্গে হয় চৌচির;
সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে চেয়ে
নীরব বেদনায় মুষড়ে পড়ে ফুলেরা;
পদ্মা-মেঘনার কথা ভেবে লজ্জায় মাথা হেঁট করে
বিজয়সরণীর কৃত্তিম ফোয়ারা;
মায়ের ভালোবাসা মাখা কোলে আশ্রয় নিয়ে
শিশুও ভুলে যায় কান্নার কথা;
কালচে মেঘের ঘনঘটায় নীল আকাশের বুক ফেটে
দেখা দেয় ধূসর ক্রোধ;
নিষ্পাপ গোলাপের মৃত্যুতে ফুল-পাখিদের আসরেও
নেমে আসে শোকের করুণ ছায়া;
জ্যোৎস্নার নির্বাসিনে আকাশের বিশাল বুক
ছেয়ে যায় কালচে বেদনায়;
অথচ
সত্যের নির্বাসিনে
এ জনপদের মানুষগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

মগবাজার, ঢাকা। ১৯৮৯

www.pathagar.com

তাঁকে খুঁজে নাও

যার থেকে মধু নিয়ে মৌমাছি মৌ দিলো
যার থেকে সুর নিয়ে পাখি গান শোনাল
যার দেয়া স্রোতে নদী জলধি হলো
যার দেয়া রঙে পাতা সবুজ হলো
যার মমতায় ফুল রঙ পেল সুরভী পেল
যার ক্ষমতায় নীলাকাশ বিশাল হলো;

তার কথা নাও জেনে
কে তিনি নাও চিনে
জীবনের দাম পেতে নাও তাঁকে খুঁজে
তার অতুল ভালোবাসাতে চিনে নাও নিজেকে নিজে।
এই জীবনে ভাললাগা যত
তনুমনে সুখ হাসিমুখ শত
স্বপ্নের নীলাকাশ তুমি পাবেই পাবে
দুখ ব্যথা যাতনা সব চলে যাবে।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ফেব্রুয়ারি,২০১১

www.pathagar.com

সমৃদ্ধির সোপান

পানি স্বচ্ছ না হলে সুপেয় হয় না
দুগ্ধ খাঁটি না হলে সুস্বাদু হয় না
বিশ্বাস আর প্রীতি ছাড়া হৃদয়
হৃদয় হয় না।

মানবিকতা ছাড়া মানুষ
মানুষ হয় না।
ন্যায়নিষ্ঠা ছাড়া সমৃদ্ধ জাতি হয় না।
তাকওয়া ছাড়া শাসক
সুশাসক হয় না–শোষক হয়।
জনগণ বিশ্বস্ত অকুতোভয় হয় না।
কেবল স্বপ্নে বিভোর একটি রঙিন ভোর এলেই
মানুষের দিন বদলে যায় না।

তাকওয়া স্বপ্ন-সাধের মোয়া নয়
এক গহীন আঁধিয়ার রাতে
কিবা একাকী নিভৃতে
কেবল তাঁকেই সর্বদ্রষ্টা জানা,
অতি সাবধানে পা ফেলে
যাতে পাপের আঘাতে
না হয় ক্ষত;
গণমানুষের মননে, ঘরে ঘরে
শান্তি সুখ ছড়িয়ে দিতে
নিরবচ্ছিন্ন অতন্দ্র প্রহরায় থাকা।

চন্দ্রের উদয়াচলে
চলে গিয়ে আবার
ফিরে আসে রমজান-প্রতিবার
মেলে ধরে সুশোভন সুকৃতি আর
অগণন নিষ্কৃতির উন্মুক্ত দ্বার।
খুলে দাও খুলে দাও
তোমাদের হৃদয়ের রুদ্ধ আধার

www.pathagar.com

দেশে দেশে পৃথিবীর তাবৎ
মজলুম মানুষের সাথে কণ্ঠ মিলাও
মানুষ মানুষের কাছে নতজানু
থাকবে আর কতোকাল?
যেন স্বচ্ছতা মানুষের অন্তরে বাহিরে হয় একাকার
যেন সিয়ামের সাধনায় গড়ে ওঠে
এক উন্মুক্ত নতুন পৃথিবীর চক্রবাল।

ধানমন্ডি, ঢাকা। নভেম্বর ২০০৯

www.pathagar.com

অনন্ত গন্তব্যের পথে

১

সময় চাই সময়।
প্রতিটি নির্মাণ সুসম্পন্ন করতে
কিছু পাবার অথবা দেবার প্রেরণায়
নিরবচ্ছিন্ন সময়ের সাধনা চাই।

২

সময়কে একটু বইতে দেয়া হোক।
সূর্যটা সমহিমায় হেসে উঠবে
ভোরের পাখিরা গান গাইবে
নদীতট পললের আশ্বাসে
ফল-ফসলে ভরে উঠবে
সাগরের লোনাজল
সুপেয় নদীর মন্থনে
সৃজনশক্তিতে জেগে উঠবে
আকাশের কোমল আঙিনায়
অপার্থিব তারকা স্বপ্নীল সুখে হাসবে।

৩

সময়ের মানে হলো ধৈর্য।
অনন্ত সুখের প্রত্যাশায়
খানিক কষ্ট বুকে নিয়ে পথচলা
প্রাচুর্যের ভেতরেও সংযত থাকা
কাঙ্খিত ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দেখে
হতাশায় বেদনায় মুষড়ে না পড়া
বুকে অপার্থিব তৃপ্তি বোধের লালন করা
বিজয়কে তিলে তিলে অর্জন করা ধারণ করা।

৪

সময় মানে সংযম।
সময় মানে যুদ্ধ।
সময় মানে জীবনকে
বিবেকের স্বাধীন সত্তায় চালাতে
ইবলিসি প্ররোচন হতে বাঁচাতে
অনন্ত গন্তব্যের পথে যতিহীন ছেদহীন
নিরন্তর পথচলা
নিরন্তর সংগ্রাম
অক্লান্ত পথ-পরিক্রম।

নলজানী, গাজীপুর। সেপ্টেম্বর,১৯৯২

www.pathagar.com

অনুভবের অতীত

অনুভবের অতীত কিছু যন্ত্রনার ভেতর দিয়ে
পৃথিবীতে আগত মানুষেরা
অনেকেই জানে না
তার জন্ম কষ্টের ইতিকথা।
তাই সে দ্বিধাহীন
হাসে, খেলে, গায়
যেমন জানেনা নদী
কি কঠিন পাথর ফেটে
ঝরণার জলধারা বয়ে যায়।

শাহবাগ,ঢাকা। ১৯মে ১৯৯৩

www.pathagar.com

স্বাগতম বরষা

একছুটে বর্ষা আসে না।
গ্রীষ্মের খরতাপ বৃষ্টিকে হাতছানি দেয়
রোদ্র দগ্ধ মাটির ভেতরে বৃষ্টিভেজার আকুতি জাগে,
সোঁদা ঘ্রাণের আকাংখা বাতাসে,
জলীয় বাষ্প তপ্ত বাতাস আর মেঘ
জমে থাকা দেনা পাওনা শোধ-বাদে
ঝরঝর বৃষ্টির কান্না ঝরে।

প্রকৃতির সহজাত নিয়তির সিঁড়ি ভেঙ্গে
একে একে ঋতুরা খেলা করে।
শৈশবের চৌকাঠ পেরিয়ে
জীবনের ঋতুতে একসময়
ফসলী বরষা আসে।
জীবনের এ বরষার সোঁদা ঘ্রাণ যেন
মহাকালের সাপেক্ষে এক ছোট্ট সকাল
কিবা এতটুকুন এক
মৌন বিকালের ছোঁয়ামাত্র,
সুগন্ধের এক ঝলক
দীঘল চোখের এক পলক;
বরষায় ফসল বুনে ফেলতে পারাই
ক্ষণিক জীবনের সফলতার
পথ খুঁজে পাওয়া।
মৃত্যুর মতো কঠিন ঘটনাও
তখন হয়ে উঠতে পারে
ভীষণ সুসহনীয়!

অনন্ত মহাকালের বিপরীতে
এ জীবন যেন এক বরষার জীবন
এক সুসময় মৌসুম।
ফসল বোনার সুসময়।
মৌসুমী বায় যেন সবাক
কণা কণা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ছোঁয়া দিয়ে
প্রাণে প্রাণে কানে কানে বলছে–
দেরি কেন ফসল বোনায়?
স্বাগতম বরষা!

নলজানী, গাজীপুর। জুন ২০০০

www.pathagar.com

দেখা নেই সাত সাগরের মাঝির

গহন আঁধিয়ার কালিমা লেপনে
আকাশে আজি নীলের বদলে কালি,
আজ দেখা নেই 'সাত সাগরের মাঝি'র
ছেঁড়া পালে আজ কে জুড়বে তালি?
কে শোনাবে ডাক নোনা দরিয়ার?
উদার আকাশে কে ওড়াবে পাল,
ছলনার পাশা খেলা ফেলে কোন
অশ্রান্ত ডুবুরী আজ ক্রমাগত ডুব দিয়ে
তুলে আনবে স্বপ্নের প্রবাল?

বড়ই ব্যথার দিনে বইছে দূষিত বাতাস;
শ্বাসকষ্ট বাড়ায় যে ঝড়ের ধূলি,
কে গাইবে গান কে জাগাবে প্রাণ
কে সাজাবে নতুন দিনের শব্দাবলী?
চারিদিকে শ্বাপদ-শঙ্কুল আসন্ন সন্ধ্যায়
বঞ্চিত মানুষের ক্রোধ, উন্মত্ত চিৎকারে
ফেটে গেছে পৃথিবীর কণ্ঠনালী,
বাতাস ভারী অভাবীর হাহাকারে।
কতিপয় মুখোশ পরা মানুষের পাশবিক থাবার বিস্তারে
মানবিকতার প্রতি চপেটাঘাত পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বারে বারে।

সাত সাগরের মাঝির মতন শক্ত প্রতিবাদ করবে,
এমন ক'জনা আছে?
ভোগের প্রেরণা এখন রচনায় মৌলিক ;
পদ্যে, নাট্যে, গদ্যে কি কাব্যে
মানবিক যে রূপের জয়গান গাওয়া হয়–নিতান্ত দৈহিক;
সভ্যতার বাজারে তা কেবলই পশুত্বের লোভ আনে।
বাজারে বিলবোর্ডে অবগুণ্ঠন খুলে
মাতৃতুল্য নারীকে পণ্য করে বিরচন রচে যে কবি,
সে-ই আঁকে পৃথিবীর সবচেয়ে
নির্লজ্জ গর্হিত ভ্রান্তির ছবি।

www.pathagar.com

সকল আবর্জনা ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে
কে আসবে, সাজাবে নতুন কথামালা,
বিতাড়িত কেবল মিথ্যা আর মিথ্যাবাদী শয়তান
সত্যই চিরন্তন, সত্যই নতুন, সত্যই সাহসী,
চিরনতুন সেই জীবনাচারে সাজাবে নিজের তনু ও মন;
সেই চিরায়ত সত্যের স্বপ্নীল ঝরনাধারায়,
পথভোলা মানুষের উদাসী ঘুমের পাড়ায়
আমি শব্দের পট এঁকে দিগন্তের প্রান্ত ছুঁয়ে
খুঁজি আর খুঁজি
সাত সাগরের মাঝি।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ৩০ এপ্রিল ২০১১

www.pathagar.com

জীবনের পালাবদল

১. নবজাত

সদ্যোজাত শিশুর হস্তমুঠি অনুক্রিয়া
কোন্ আঁধারের অতলতা
পেরিয়ে এসেছে কষ্ট-সুখের মিশ্র প্রতিক্রিয়া;
অজ্ঞাত অথচ কাছাকাছি এক দীঘল ঘুমের ছায়ায়
মায়ের গর্ভে ভীষণ নিশ্চিন্ততার জগত থেকে
মাটির পৃথিবীতে সদ্য নেমে আসা
ফিক্ ফিক্ ফিক্ বাঁকা চাঁদ হাসি
চেনা মুখ কেবল মায়ের মুখ
'মুখটি কত ভালোবাসি!'
বলতে পারে না
কেবল চোখ জুড়ে কথার কথকতা
সে নয়ন জানে না তো কোনো আবিলতা।

একাকী উপুড় হয়ে থাকার বয়সে
শিশুর মনে কী আগামীর
কোনো ভাবনা আসে?
কাঁপে ঘাড় মাথা দোলে
দুখ সব ভুলে থাকো
মায়ের কোলে।

কেবল মায়ের দুধের নির্ভরতায়
তিল তিল শ্রমে ঘেমে নেয়ে
অন্ন জোটাতে শেখায়,
বসতে শেখার দিনগুলি
ধুপধাপ পড়ে আর হাত ধরে তুলি
কিভাবে যে কেটে যায়
সে স্মৃতি দাগ কেটে রয় না মনের আয়নায়
সবই যায় ভুলি।

তারপর
শতধারে আবেগ 'মা' উচ্চারণ
চঞ্চল 'বাবা' ডাকে প্রাণের অনুরনণ
অঙ্কুরিত দুটি কচি দাঁত ঝর ঝর মধু হাসির দোলা
এইসব মিলে বেশ কাটে শিশুবেলা
ক্লান্তি নেই শঙ্কা নেই, কোন বাধা নেই
হাটি হাটি পায়ে পায়ে
শুরু পথচলা।

www.pathagar.com

২. শৈশব ও কৈশোর

শৈশব একাকী পড়ে থাকে
ছক্কার খেলাঘরে
কৈশোর লুকোচুরি খেলার উত্তেজনায়
পুতুলের সংসার মান-অভিমান
হাড়িপাতিলের ভাঙ্গা-গড়ায়
সাতভাই চম্পার
গল্প বলায়
ছক্কার খেলাঘর নির্জনে পড়ে থাকে।

লাটাই-ঘুড়ির কাটাকাটিতে
বৌচি খেলার ছোটাছুটিতে
গাছতলে আম কুড়াবার সুখে
কৈশোরের সব হাসি-কান্নাগুলো
ঝুমকো লতার দুল হয়ে
দোল খেতে খেতে একসময়
মুছে যায় সব এক্কা-দোক্কার খেলাঘর
লাটিমের ঘূর্ণাবর্তে সময় হারাতে হারাতে
শৈশব স্মৃতি হয়ে থাকে শুধু তারুণ্যের মনে।

"এক দেশে ছিল এক লোভী রাজা
বড় হয়ে সেই দুষ্টু রাজায় দেব আচ্ছা সাজা"
সেই স্বপ্ন দেখার সিঁড়িঘর পেরিয়ে
কখন যে তারুণ্যের রোদ
অলক্ষ্যে অগোচরে
হিরন্ময় হয়ে ওঠে।

৩. তারুণ্য ও যৌবন

তারুণ্যের সবুজ পাতায় আঁকা শিরাবিন্যাসে
শীতে ঝরাপাতার উৎসবে
পরিচয়-পর্ব শেষ হয়ে যায় না বুঝি?

না, নবীন পল্লবিত পত্রাবলি
বসন্তে বিচিত্র রঙে রাঙে আর
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় যৌবনবেলা,
যেন স্বাগতম জানাতে
জীবনের প্রজ্ঞাময় সময়কে,
যেন মৌসুমী শস্যে টইটম্বুর হয়ে যায়
দক্ষ কিষাণের ফসলের গোলা।

www.pathagar.com

যেখানে শ্রমের দরদর ঘামে ভেজা সুখ
ফসলের সুগন্ধের তরে উদগ্রীব
গ্রীবা মেলে চেয়ে থাকে এক কঠিন
অক্লান্ত মুখ
সেখানে বেকারত্ব
এক প্রতিবন্ধী মানবিক যন্ত্রণা;
যৌবন জীবনের প্রতিটি কর্মে তৎপর হবার তরে
দেয় দারুণ মন্ত্রণা।

বর্ষায় বর্ষণ কর্ষণ আর
শরতের হলুদ বিকেলে
ফসলের ভার কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফেরা,
প্রহরায় প্রতীক্ষায় জোড়া জোড়া চোখ
হেমন্তে পিঠাপুলির উৎসবে
আত্মীয় কুটুম সবে মিলে মেতে ওঠা
অথবা দলবেঁধে কোন অভিযানে বেরিয়ে পড়া।

সন্ত্রাস নয় হিংসা-ঘৃণা-অহমিকা সব মুছে
জ্ঞানের শৃংগদেশে আরোহণ
মেধা আর প্রজ্ঞায় চৌকস হয়ে
পৃথিবীর কাছে যত দায় আছে
মানুষের কাছে যত ঋণ আছে
সব শোধবাদ দিতে
আজীবন যুদ্ধে অকুতোভয়ে
দাঁড়িয়ে যাওয়া
যৌবন হলো পৃথিবীর কাছে নতুন নতুন পরিচয়ে
পত্র পল্লব মেলে ধরা।

৪. বার্ধক্য

কত চাহিদা মোহ-মায়া কত প্রলোভন
কত হাতছানি পাপের
ঝরাপাতার মতো সব উড়িয়ে
সব অতিক্রম করে গতায়ু দেহ ও মনের
হিসেব মেলাতে বসে সারা জীবনের।

দেখে বিকেলের ছায়ায় অপেক্ষমান সন্ধ্যা
নিজ গতিতে নদী বয়ে গেছে
কখন যে সময় ক্ষয়ে গেছে
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ যেমন শীর্ণকায়
সময়ের সাথে জীবনের সবকিছু তেমন বিদীর্ণপ্রায়।

www.pathagar.com

প্রৌঢ়ের চৌকাঠে পা দিতে দিতে
কোনো নিটোল দুপুরে
পাগলা ঘোড়া সময় তার দুর্দান্ত প্রতাপে
গনগনে সূর্যের ছটা তাপ দেয় আলোও নিশ্ছিদ্র
কালোচুলে বিবর্ণ দোলা জাগে
বদলাতে থাকে সব সম্পর্কের মানচিত্র।

সেদিনের তরুণ সাদাচুল বৃদ্ধ হয়ে
নানু দাদু ডাকের সুখে
মৃদুমন্দ বাতাসের মতো পার করে দেয় প্রহর
পাশ্চাত্য সভ্যতায় আজ
বার্ধক্য যেন অপরাধ
যেন চাবুকের প্রহার
প্রবীণ নিবাস কোন সহজাত
কোনো মানবিক
কোনো সুখী আবাসন দেয়নি উপহার।
অথচ এই এখানে আমাদের চৈতন্য জুড়ে
দাদু নানু শব্দাবলীতে আদর আছে
ছেলে মেয়ে নাতি-নাতকুড়ে
যেন এক সাজানো ফুলের মেলা
স্রষ্টার এক অনন্য আয়োজন দেখে দেখে
সুখে কাটে বেলা।
'মা' 'বাবা' এক সবুজ ভালোবাসাঘেরা অরণ্য
সন্তানের যা আছে সব উজাড় করে
ভাবে বাবা-মায়ের তরে
এইসব কিছু খুবই নগণ্য।

৫. আরেকটি জীবনের কথা

সময়ের পালাবদলে
বার্ধক্যেই শেষ নয় এ জীবন।
মৃত্যুর কোনো বয়স নেই
স্থান কাল পাত্র নেই
মৃত্যুর কোনো অবয়ব কোনো রঙ কোনো ছবি
আঁকতে পারেনি কোনো শিল্পী কিংবা কোনো কবি।

তাসবীহর দানা তর্জনী ছুঁয়ে এক এক করে
'আল্লাহ পবিত্র', 'আল্লাহ মহান'পড়া হয়ে গেলে
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার মতো

www.pathagar.com

হঠাৎ অতলান্ত ঘুমের দেশে ডুব দেয়া
পৃথিবীতে আর না ফেরার দেশে চলে যাওয়া
এক অনন্ত জীবন খুঁজে পাওয়া।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ১৬ জুলাই ২০১১

www.pathagar.com

অধিকার

কেমন হবে
যদি পৃথিবীতে কোন নারী নাই থাকে
কি হবে সে পৃথিবীর নাম
তাবৎ পুরুষের কাছে

অথবা কেমন হবে সে পৃথিবী
যেখানে কোন পুরুষই নেই
আছে শুধু নারীদের কোলাহল
কি হবে পরিচয় সে পৃথিবীর
তাবৎ নারীর কাছে

মনে হয় সব সুখ তুচ্ছ
নারী নেই এমন পৃথিবী
তাবৎ পুরুষের কাছে
জান্নাতও অর্থময় হলো
যখন নারী অস্তিত্ব পেলো
সৃষ্টির শুরু থেকে
জীবনে এলো অর্থময়তা

চিরস্থায়ী ঘর চাই
যেন কখনও না হারাই
না চাইতেই পাওয়া জীবনসঙ্গী
জান্নাতে এই ছিলো
নারী হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা

সাদা মনের জীবনের সঙ্গী চাই
আর কিছু নাই বা হলো জীবনে
একটি ঘর আর নরম ব্যবহারের
অধিকার চাই
সারাটি জীবন সার্থক হবে তাতে
জান্নাতে এই-ই ছিলো দুজনের
সামান্য অধিকার কথকতা

তারপর এক দীর্ঘ পথচলা
তাবৎ পৃথিবী ঘিরে
ছড়িয়েছে মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তরে

www.pathagar.com

গড়েছে সভ্যতা
গড়েছে সংস্কৃতি
কাব্য-মহাকাব্য গাথা
মা-বাবা-ভাই-বোন-স্বজন ভালোবাসা
সুখের কুটিরে নিত্য নতুন আশা
এত উপমা এত তুলনা এত বিরচন
পৃথিবীতে নিয়ে এলো
এতো প্রেম এতো গান কবিতা প্রাণের স্ফুরণ
দ্বৈত স্বরলিপি
যুগ্ম দিন যাপন।

দিনের আলোর মতো শুভ্র জীবন
সুঘ্রাণ সুস্বাদ ভোজন লেনদেন
সামাজিক যোগাযোগ আর
রাতের মতো পর্দার আড়ালে একান্ত জীবন
শত কোটি যুগান্তরে
সভ্যতা গড়েছে বিপুল মানব-মানবী
পৃথিবীর সব প্রান্তরে।

এই নিভৃতাচার
গভীর আস্থার ভালোবাসার
দুজন দুজনার
সবই দান মানুষের স্রষ্টার;
স্বপ্ন এবং চেতনার
এই একীকরণ ছাড়া কোনো সভ্যতার
কোনো নতুন প্রভাতের
উদয় হয়নি
হয়নি জন্ম কোনো মানচিত্রের।

যিনি দিয়েছেন এই নির্ভরতা
নিত্য চলাচল পারস্পরিকতা
সভ্য জীবনাচার
তিনিই সন্নিবদ্ধ করেছেন নারীর অধিকার
সৃষ্টির শুরু থেকে
একটি ঘর আর নরম ব্যবহার

মানে যারা তাঁর কথা
অস্তিত্ব দিয়ে জীবনের দাম দিলেন যিনি
অনন্ত সুখের ঠিকানা

www.pathagar.com

পেয়েছে তারা
দুজনে দুজনার আস্থার ভূখন্ড হয়ে
দিতে থাকে পরস্পরের অধিকার
গড়ে তোলে বিশ্বস্ত বসতি
আস্থার পরিবার
ঊষর মরুর বুকে এ যেন সবুজ উদ্যান
মজবুত দুর্গ-প্রাকার।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ২১ জুলাই ২০১১

www.pathagar.com

প্রতীতির সাথে মিথ্যা প্রপঞ্চের সংঘাত

যুদ্ধ চলছে যুদ্ধ ।
সৃষ্টির শুরু হতে আজ অবধি চলছে নিরন্তর ।
ইতিহাসে লিখা আছে অজস্র যুদ্ধের ইতিকথা
যেমন বৈষম্যের দেয়াল টপকাতে তৈরি হয়েছিল একটি একাত্তর
মানুষের মুক্তির জন্য মানবিকতার বিজয়ের জন্য
অলিখিত যুদ্ধ চলছে অবিরত
যুদ্ধের শেষ নেই কখনও ।

মৃত্যু কামনা করতে নেই
তবু মৃত্যু আসে ।
চিরন্তনতার জন্য
আগামীর জন্য
তা না এলে পৃথিবীর স্বকীয় গতি কি হতো না বিপন্ন?

কোনো ভূ-ভাগ বিজয়ের অভিলাষ নয়
কোনো সিংহচিহ্নিত আসনের প্রত্যাশা নয়
জীবনের সাথে মিথ্যার প্রবল প্রপঞ্চ হতে
কেবল বাঁচার তাগিদে
এ যুদ্ধ চলছে নিরন্তর ।

যুদ্ধ কখনও কাঙ্খিত নয়
কখনও কামনার নয়
তবু বিপন্ন মানবতার
দুর্ভিক্ষ ঘুচাবার তরে যুদ্ধ হয়
যেখানে মানবিক জীবনের পরিবেশ লুণ্ঠিত
যেখানে মানুষের দ্বারে মানুষের স্বাধীনতা কুণ্ঠিত
যেখানে অপ্রতুলতা ভিক্ষার
ছিন্নবস্ত্রাবরণে ঢাকেনা অশ্রু প্রবল ক্ষুধার
যে ক্ষুধা মেটাতে হাত বাড়ায়নি কেউ
সেখানেই তরঙ্গায়িত হয় নীরব যুদ্ধের ঢেউ ।

প্রতীতির সাথে মিথ্যা প্রপঞ্চের এই সংঘাত
এই হলো পৃথিবীর ইতিহাস
এই যুদ্ধটা প্রত্যেক জীবনের সাথে মিথ্যা প্রপঞ্চের
এই যুদ্ধটা প্রত্যেক প্রত্যয়ী অস্তিত্বের ।

এসপিসিবিএল,গাজীপুর । ১৭ সেপ্টেম্বর,২০১১

www.pathagar.com

নারী স্বাধীনতা

নারী তুমি তুলনাহীন কোনো এক ফুল
মানবতার বিকাশে তব অবদান অতুল
তবু কি নিজেকে একদলা গোশতো ভাবো?
নাকি তনুমনে চল্‌তি হাওয়ার পন্থী হওয়ায়
জীবনের চরম প্রাপ্তি মাপো?
তরলের মতো যেখানে যেমন
তেমন আকার ধারণ
এই কি তোমার স্বাধীনতার
প্রতীত উচ্চারণ?

নারী ছাড়া মাতৃত্বের অস্তিত্ব ভুল
তাকে ছাড়া সভ্যতার সিঁড়িঘরে
কেউ নেই আলো জ্বালাবার
কেউ নেই একা পথ চলবার ।
যে প্রবৃত্ত হয়েছিল জান্নাতে
নারীর অবগুণ্ঠন লুণ্ঠনে,
সে তো কুখ্যাতিলাভ করেছে
অনন্ত অবজ্ঞেয় নিগৃহীত অভিশপ্ত সত্তায়!
নারী, তোমার অনিবার্যতা
তোমার অস্তিত্বের মর্যাদা
যদি বোঝো তবে
কেনো হতে দাও তব স্বাধীনতা লুণ্ঠন?

নারী এক স্বাধীন সত্তার নাম
এক স্বাধীন মানবিক অস্তিত্বের নাম ।
তাকে পণ্য করার
তাকে বন্যতায় ব্যবহার করার
তাকে লোলুপ দৃষ্টির রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত
পরজীবি ছত্রাক করার
কারও কোনো অধিকার নেই
এই সত্যি বুঝতে হবে আজ নারীকেই ।

বিজ্ঞাপনের মডেল তুমি না হলে
কী আসে যায় ব্যবসায়ীর?
তোমার দেহভাঁজ চাদরের আদরে
ঢাকা হয়ে নিজ কর্মে নিজ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সুবিন্যস্ত থাকলে ব্যস্ত থাকলে
কার কি আসলো গেলো
কেবা গোস্বা হলো?
তোমার গেটআপ, ড্রেসআপ
চলন, বলন, মেলামেশা
এসব যখন কোনো ভিন পুরুষের খায়েশের
রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে
তখন তোমার নারী জীবনের স্বাধীনতার
অবশিষ্ট কী থাকে আর?

নারী তুমি ফুলের চেয়েও সুরভিত, ভরা জোছনার আলো
হৃদয়ে যদি বিশ্বাসে ঋদ্ধ কর্মের আলো জ্বালো
তোমার জন্যেই ফোটে পৃথিবীর তাবৎ ফুল
অলুণ্ঠিত স্বাধীনতার সুখ আর জান্নাত অতুল।

এসপিসিবিএল,গাজীপুর। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

অনুবর্তনে ইতিহাস

পলেস্তারা খসে গেছে সময়ের
অতীতের উচ্ছল কলরোল এখন
ছায়াচ্ছন্ন পাঁচিলঘেরা নীরব ইতিহাস।
পোড়োবাড়ির শ্যাওলাজমা চাতাল
কাঁটানটের ঝোঁপে দোল খায় দুরন্ত বাতাস।
নাগকেশর ফুলের ঘ্রাণ,
পদ্মদিঘির শান বাঁধানো দুগ্ধস্নানঘাট,
নাচঘর, কয়েদখানা, শশ্মানঘাটে ঘৃতাহুতি,
ধূপধোঁয়া, দরবারি আবহ এখন কেবলই ইতিহাস।

লতাগুল্মের নিগড়ে স্যাঁতস্যাঁতে আরামে
মাটির দুর্গ;
বসতি গেড়েছে গোখরা পরিবার।
অথচ এই এখানে একদা
কতো শত উৎসবে ছিল বাঁধা
সহস্র আচার-অনাচার
ক্ষমতার দাপুটে কোলাহল
কতো সদর্প রাজাদের আনন্দবিহার
কতো ধনে কতো জনে
কতো ভোজনে কতো আহার কতো উপাচার
এখন এখানে বাস করে গোখরা পরিবার।

জনারণ্যে অন্যের ধন হাতড়িয়ে ফিরেছে যারা
যতো ছিল হাতিশাল, ঘোড়াশাল, টাকশাল
থাকুক না পর্বতোপম স্তুপ সোনাদানা
কোনোকালের ইতিহাসে খুঁজে পাবেনা
সে রাজার সম্মান সুনামের নামনিশানা;
সেসব রাজারা ইতিহাসের পাতায় পাতায়
জমিয়েছে কেবল ধিক্কার, ঘৃণা।

তুমি যদি হও রাজা আর
তোমার চারিপাশ জনারণ্য তোমার প্রজা
নষ্ট করে প্রজার অধিকার
শেষরক্ষা হয়নি আজও পৃথিবীর কোনো দাপুটে রাজার
লোকে বলে,"ভাগ্যের নির্মম পরিহাস (?)"
তা নয়, সময়ের চাকার ঘূর্ণনে আপনিই

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর দাম্ভিক পিষ্ট হয়
তৈরি হয়ে যায় নিকৃষ্ট ইতিহাস।

কারও কারও সময় পলেস্তারা খসিয়ে
প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম ;
তবু রয়ে যায় চিরনতুন, আলোকিত দিনের আভাস
প্রিয় রাসুলের [সা.] অনন্য জীবন
হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস
অথচ তাঁর অনুবর্তনে আজও তুমি পেতে পারো
সোনালী ঝলমলে দিনের আশ্বাস।

তাঁর সেই অনুপম নমুনায়
ধরণীকে গড়ো আজ মানবিক অভিধায়।
এপথে প্রাণান্তিক প্রয়াসে
লোকালয় হতে উচ্ছেদ হবে গোখরা পরিবার
সেই কথা লিখা রবে উজ্জ্বল অনিবার
সোনাঝরা ইতিহাসে।

রাজবাড়ি, গাজীপুর। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

www.pathagar.com

কেউ করো না ভুল

ফুল তুমি ফুল
গন্ধের নেই তুল
জীবনকে ফুলশয্যা ভেবে
করোনা কেউ ভুল।

পাতা তুমি পাতা
রোদের তাপে ছাতা
পথের 'পরে সবার তরে
কে ছড়ালেন এত মমতা?

বন তুমি বন
উদার তোমার মন
শুদ্ধি আনো বাতাস মাঝে
কার দয়াতে সারাক্ষণ?

মাটি তুমি মাটি
তোমার বুকেই হাঁটি
শ্রম ঢাললেই ফলে সেথা
সোনা খাঁটি খাঁটি।

নদী তুমি নদী
বইছ নিরবধি
পাথর ফাটা ঝরণা
হয় যে বিশাল জলধি।

আকাশ তুমি আকাশ
লক্ষ তারার আবাস
যতই তাকাই তারার মেলায়
মেটেনা যে আশ।

পাখি তুমি পাখি
গান শুনে আর
উড়াল দেখে
জুড়াই দুটি আঁখি।

www.pathagar.com

সাগর তুমি সাগর
লোনা পানির আদর
আছড়ে পড়া ঢেউ
শুনতে পারে কেউ?

আল্লাহ তুমি প্রভু
সকল সৃষ্টির বিভু
তোমার উপর নির্ভরতার
ভুল হয় না কভু।

তোমার সৃজন অনন্য
মানব জাতির জন্য
তোমায় মেনে চলে
জীবন হবে ধন্য।

খুঁজো না পথ অন্য
হবে ভীষণ বিপন্ন,
কেউ করোনা ভুল
সুখ পাবে অতুল।

নলজানি, গাজীপুর। জানুয়ারী ১৯৯২

www.pathagar.com

এই দেশ এই পরিবেশ

বাঁধবো কোথায় ঘর
নেই যে আর সবুজ
আমার দেশের সবুজ তেপান্তর।

পরিবেশের সুরক্ষা নেই
বিপন্ন আজ নিদারুন
গ্রামগুলো সব শহর হয়ে
কাঁদছে বাতাস সকরুণ।

হারিয়ে গেছে দীঘল গাছের ছায়া
নীল আকাশে নেই যে আর
সাদা মেঘের মায়া।

হারিয়ে গেছে পাখির সুর
ফিঙ্গে দোয়েল কোকিল যে আজ
গায়নাকো গান সুমধুর।

পদ্ম দিঘির স্বচ্ছ পানি
এখন যে আর স্বচ্ছ নেই
শাপলা ফোটা ঝিলের বুকে
নিসর্গের আর ছন্দ নেই।

এদেশ জুড়ে নদীর'পরে
বাঁধের পরে বাঁধ,
নদীগুলোর কী যে অপরাধ!

কারখানার বর্জ্য মিশে
আবর্জনায় ভরলো নদী,
নদীমাতৃক বাংলাদেশে
নদী কি আর
বইবে নিরবধি?

রাস্তাঘাটে লোকালয়ে
যত্র তত্র আবর্জনায়
বলো তুমি কেমন দেখায়?

www.pathagar.com

গলির উপর উপচানো ড্রেন
ঢাকনা খোলা ম্যানহোলে
কার না লাগে ঘৃণা
কার না ভয়ে মন দোলে?

কফ থুথু ফেলো কেনো
যেথায় যখন পারো?
কেমন তুমি নিজের পায়ে
নিজেই কুড়াল মারো?

এই পরিবেশ এই দেশ
নয় কারো একার,
পরিবেশকে শুদ্ধ রাখার
দায়িত্বটা সবার।

এসপিসিবিএল,গাজীপুর। ০৬ আগষ্ট ২০১১

www.pathagar.com

মুখদর্শন অন্তরদর্শন

একটি মানুষের মুখ দেখে
সুন্দর বলা যায় তাকে
অন্তর দেখা যায়না খালিচোখে
চোখে চশমা দিয়েও নয়।
অন্তর দর্শনের কোন বীক্ষণযন্ত্র
বসুন্ধরায় নেই।

একটি মানুষের মুখ দেখে
মানুষ তাকে সুন্দর বলে
আপন কি পর ঠিক করে বলে।
এমন একটি নয়,
প্রতিদিন শত শত মানুষের মুখচ্ছবি
আমরা অবলোকন করি
আয়নায় নিজের মুখাবয়ব দেখি
তারপর কেউ কি ভাবি
এই মুখ
একটি শিল্প-অনুপম
একটি সময়ের ইতিহাস
একটি নিখুঁত ঠিকানা
একটি কবরের অধিবাসী
এক একটি আখিরাত জীবন
এক একটি অনন্ত জীবন।

একটি মানুষের মৃত্যু হলে
সে মুখ পায় অনন্তের সন্ধান
অন্তর দর্শনের জীবন কেবল
ফিরে পায় প্রাণ আখিরাতে
অন্তর সুন্দর হলে
প্রয়াস সুন্দর হলে
সেই মুখ সুখ পায় জান্নাতে।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। জুন ২০১১

www.pathagar.com

লক্ষ্যবিদ্ধ কর সাহসের ফলায়

লেখনী বিচলিত কেনো
জলাবর্ত থাকবে সাগরেই
অন্ধকূপ থাকে চাঁদেই।
জলাবর্ত আছে বলে
অন্ধকূপ আছে বলে
তুমি যদি জাহাজ না ভাসাও
রকেট না উড়াও
তাহলে দিগ্বিজয়ী কে হবে?

চারিদিকে শ্বাপদ-স্বভাব বলে
তুমি যদি মানবীয় দরদের
শব্দাবলী উৎকীর্ণ করায় কুণ্ঠিত হও
তবে কার পদভারে অতিক্রান্ত হবে
সাহারা আঁধার?
কে তবে ডিঙ্গাবে বল
পাহাড় বাধার?

লক্ষ্যবিন্দু ভেদি
তোমার কলম যদি
সাহসের ফলা না বিঁধায়
বিজয় আসবে বলো কোন্ অভিধায়?

এসপিসিবিএল,গাজীপুর। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

সমুদয় অহংকার

শতধা বিভক্ত সূতোয় বারিধারা নামলেও
মৃত্তিকার সকল কণিকা আকণ্ঠ শুষে নেয় তাকে।
কালের উঠোনে চড়াই আর উৎরাই কঠিন হোক যতো
কাঠফাটা রোদ্দুর গলে পড়ে দরদর ঘামের মতো
শতাব্দীর মাঠেঘাটে কখনো উত্তাপে বিদীর্ণ মাটি
চৌচির ভোর সকাল দুপুর বিকেল রাতও মন্দ কি
বৃষ্টি ভিজিয়ে দিলেই শুকনো পাতারা আবার
সবুজ ভালবাসায় মগ্ন হয়ে পড়ে
বিশুষ্ক বীজেরা বাঙময় হয় মাটির ভেজা আরামে
এখানে মাটির কোন অহং দেখি না
না বীজের না পানির না রোদের গৌরব
সমুদয় অহংকার, গৌরব আর প্রশংসার
প্রাপ্যতা যার
সে চাদর সে অধিকার
রাত দিন সকাল দুপুর জুড়ে থাকুক
কেবলই তাঁর
তোমার নয় আমারও নয়
মাটি পানি সৌরতাপ কারও নয় সেই অহংকার।
তোমার শিল্পকর্ম যতই সুন্দর হয় হোক
তুমি নিজেই শিল্প যার
অহংকারের চাদর কেবল একান্তই তাঁর।

এসপিসিবিএল, গাজীপুর। ২৫ অক্টোবর ২০১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

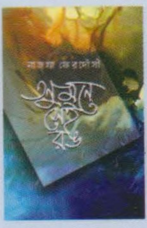

Tonumone Shei Rong
[That Color In Body & Soul]
A Collection of Poems
Written by **Nazma Ferdousi**
Published by Dr. Md. Monowar Hossain
of Nova Publications, Dhanmondi, Dhaka.
Published on November 2011
BDT: 130.00 (One Hundred Thirty)
US$: 5.00(Five) only

ISBN 978-984-33-4109-9
9 789843 341099